মেহেরপুরে পুলিশের দায়ের করা মামলায় ২০০ জন খালাস

শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির ও পৌর কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাশার ও গাংনী পৌর জামায়াতের সাবেক আমির আব্দুল মজিদসহ জামায়াতের দুই শ নেতা কর্মীর নামে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলার সকল আসামিকে খালাস দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (৪ নভেম্বর) জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবুবকর সিদ্দিক এই মামলার জামায়াতের সকল নেতাকর্মীদের বেখসুর খালাসের এই রায় দেন।

২০১৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের খালের ধারে জামায়াত নেতাকর্মী জড়ো হয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশ জামায়াত নেতাকর্মীকে ছত্রভঙ্গ করতে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। এসময় পুলিশ ও জামায়াত নেতাকর্মীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শিবির কর্মী দেলোয়ার হোসেনসহ ৬ জন গুলিবিদ্ধ হন।

গুলিবিদ্ধ দেলোয়ার হোসেনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথের মধ্যে মারা যান। এসময় গুলিবিদ্ধ হন, শিবিরকর্মী হাসিবুল ইসলাম, রাফিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী আক্তারুজ্জামান, আব্দুস সালাম ও মানিক হোসেন।

এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশের তৎকালিন ওসি রবিউল ইসলাম, এসআই মান্নানসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

পুলিশের উপর হামলা ও সরকারি কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ এনে মুজিবনগর থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে জামায়াত শিবিরের ২০০ নেতাকর্মীর নামে মামলা করেন। মামলার নং ৬৩২/১৩ ইং।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয় শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুরের সভাপতি ও তৎকালিন বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল।

এছাড়া মামলার উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, জেলা ছাএ শিবিরের সাবেক সভাপতি মো: সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, গাংনী পৌর জামায়াতের আমির আব্দুল মজিদ।

মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পরে আজ সোমবার দুপুরে নির্ধারিত দিনে জামায়াত শিবিরের ২০০ নেতাকর্মী আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন।

মেহেরপুর জেলা শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল জানান, ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ জামায়াত ইসলামীর অসংখ্য নেতাকর্মীর নামে গত ১৬ বছরে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিলো কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে। স্বেরাচার সরকারের আমলে এসব মামলায় জামায়াতের শতাধিক নারী নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। জামায়াত শিবিরের শত শত নেতাকর্মীকে রিমান্ডের নামে করা হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

এ মামলাসহ ১১টিতে খালাস পেয়েছেন আসামিরা। বাকী মিথ্যা মামলাগুলো থেকেও দ্রুত খালাস পাবেন এ প্রত্যাশা জামায়াতে নেতাদের।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর ইউনিয়ন শাখার আয়োজনে কর্মী সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২ নভেম্বর) বিকেল ৪ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বাজার প্রাঙ্গনে এ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর ইউনিয়নের আমীর বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি

হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমীর মাওঃ তাজউদ্দিন খান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর মাওঃ সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, জেলা নায়েবে আমীর মাওঃ মাহবুব-উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওঃ কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণের সভাপতি মোঃ আঃ রউফ মুকুল।

এছাড়াও এসময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে প্রচার করা হয়েছে: তাজউদ্দিন খান

জামায়াতে ইসলামীকে বাংলাদেশের মানুষ ১৭ টি বছর ধরে চিনেছে। এদেশের পেপার পত্রিকায়, এদেশের টিভি চ্যানেল, এমনকি রেডিওসহ সব জাগাতে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী এবং ধর্ষক হিসাবে।আমাদের নামে প্রচার করা হয়েছে ১৯৭১ সালে জ্বালাও পুরাও সহ সমস্ত অপরাধ আমরা করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রচার করা হয়েছে তার এক পার্সেন্টও যদি জনগণ বিশ্বাস করতো তাহলে আমরা এদেশে বসবাস করতে পারতাম না। কিন্তু জনগণ এখন বুঝতে পারছে, এ সকল প্রচার এতদিন অপপ্রচার ছিল।

আজ শুক্রবার (০১ নভেম্বর) বিকালে আনন্দবাস বাজার প্রাঙ্গণে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সকল কথা বলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাও: তাজউদ্দীন খান।

বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ফারুক হুসাইনের

সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর জেলা সমাজ কল্যান বিভাগের সাবেক সেক্রেটারী আলহাজ জারজিস হোসাইন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাও: মো: খানজাহান আলী,সাধারন সম্পাদক খাইরুল বাশার, মেহেরপুর জেলা উলাম বিভাগের সভাপতি ও উপজেলা কর্ম পরিষদের সদস্য হাফেজ মাও: ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমীর সোহেল রানা ডলার, দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোস্তাফিজুর রহমান,মোনাখালি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান ও মুজিবনগর উপজেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি আবু তালহা।

উক্ত অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সনচালনা করেন বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারন সম্পাদক মো: হাফিজুর রহমান।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সমাবেশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়ন শাখার আয়োজনে কর্মী সভা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গনে এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমদাহ ইউনিয়নের আমীর মাওঃ মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমীর মাওঃ তাজউদ্দিন খান।

এসময় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের দালাল, তাদের বাংলাদেশে ঢোকার কোন অধিকার নাই। আমরা ১৭ বছর মামলা হামলার শিকার, কোর্টের বারান্দায় উঠতে উঠতে পায়ের চামড়া নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তারা এই কয় মাসে আবারো ক্ষমতায় আসার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে কিন্তু ক্ষমতায় আসার তো দূরের কথা জনগণ তাদের চেহারাও আর দেখতে চাই না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমদাহ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আঃ কুদ্দুসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর মাওঃ সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, জেলা নায়েবে আমীর মাওঃ মাহবুব-উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওঃ কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণের সভাপতি মোঃ আঃ রউফ মুকুল।

এছাড়াও এসময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা জামায়েতের সাবেক আমির ছমির উদ্দিনের ইন্তেকাল

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকাল পৌণে ১১ টার দিকে মারা যান তিনি।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের ছেলে ডেন্টিস্ট তারিক মোহাম্মদ তাওয়াবুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ২৫ অক্টোবর তিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন। গতকাল ২৮ অক্টোবর দুপুরে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত “ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস” উপলক্ষে

আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত শেষে বাড়িতে এসে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত্যুকালে তার ৪ ছেলে ৪ মেয়ে, স্ত্রী আত্মীয় স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী বন্ধু বান্ধবসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চাকুরী করতেন। চাকুরী শেষে তিনি দীর্ঘদিন কুয়েত ছিলেন।

পরে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি রাজনৈতিক জীবনে মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।

পরে তিনি দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের সূরা সদস্য ছিলেন। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি ২০০৬ সালের পর মেহেরপুর সামসুজ্জোহা পার্কে প্রকাশ্যে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন স্বীকার হন।

তাঁর বড় ছেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালিন সেক্রেটারী ও জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুরে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইসলামি ব্যাংকের কাছ থেকে পুলিশ আটক করেন।

ওইদিন গত রাতে বন্দর গ্রামের শ্বসানঘাট এলাকায় কথিত ক্রস ফায়ারের নামে হত্যা করে। তারপরপরই আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন তার আমেরিকা প্রবাসী মেঝো ছেলের কাছে চলে যান।

তারপর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন আওয়ামীলীগ সরকার। এছাড়া শহরের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁর বাড়িটি।

২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের মায়ের মৃত্যুর সময় দেশে আসলে মায়ের জানাযা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বেশ

কিছুদিন হাজত বাসের পর জামিনে মুক্ত হয়ে আবারও আমেরিকাতে চলে যান তিনি।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের আকষ্মিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠণের নেতৃবৃন্দ।

পারিবারিক ভাবে জানা গেছে, আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠে জানাজা শেষে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হবে।

পল্টন ট্রাজেডি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া

আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৪, ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস (২৭-২৮ অক্টোবর) উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াত।

জেলা জামায়াত আয়োজিত আলোচনা সভা আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে চিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

জেলা জামায়েত ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির
মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। সেই দিন সাধারণ মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয় এবং লাশের ওপর নৃত্য করে নির্মমতা প্রকাশ করা হয়। এমনকি একজন কোরআনের হাফেজকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই বর্বরতার দৃষ্টান্ত মানবতার জন্য কলঙ্ক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়েতের ইসলামীর সাবেক আমির ছমির উদ্দিন।
এসময় তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকাসহ সারাদেশে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। সেদিন শহীদ শিপন, শহীদ মুজাহিদ, শহীদ জসিমসহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে লাশের ওপর নৃত্য করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

জেলা জামায়েত ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় জেলা সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি জারজিস হুসাইন, জেলা রাজনীতি সেক্রেটার রুহুল আমিন, তারবিয়াত সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, জেলা সুরা সদস্য ডাঃ আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা,

সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, মেহেরপুর পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর নিহত আব্বাসের মেজভাই আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা ও দোয়ার পরে মেহেরপুর কানন সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে হামদে বাবি তায়ালা, শহীদি সংগীত এবং থিমসন পরিবেশন করা হয়।

গাংনীতে জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

গাংনীতে পৌর জামায়াতের উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) চৌগাছা দারুল এয়াতিম হলরুমে এই শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মোঃ মাহবুবুর রহমান, মেহেরপুর সদর আমির মাহমুদ সোহেল রানা, জেলা মসজিদ মিশনের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মজিদ, গাংনী পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ আহসানুল হক ও সহকারী সেক্রেটারি ওয়েস কুরুনী জামিল।

গাংনী পৌর জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীরা দিন ব্যাপি শিক্ষা শিবিরে অংশ নেন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত এই শিক্ষা শিবির চলে।

সোনার বাংলা গড়তে হলে আগে সোনার মানুষ বানাতে হবে– জেলা আমির মাও: তাজউদ্দীন খাঁন

৫ আগস্ট এর আগে মনে হতো দেশে একটাই দল ছিল আওয়ামী লীগ। তারা মনে করেছিলো তারাই সারাজীবন রাজত্ব করে যাবে। কিন্তু আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর।

১৭ টা বছর আমাদের উপর যে জুলুম, অত্যাচার এবং নির্যাতন করে গিয়েছে এটা মুখে বলে বলে শেষ হবেনা। আপনারা সবকিছু জানেন। তারা বিভিন্নভাবে জামায়েত ইসলাম দলটিকে দাবাতে চেষ্টা করেছিল। ৭১ সালের অজুহাত দিয়ে আমাদের দাবিয়ে দেওয়া হলো। তারা চেয়েছিলো এই দলটিকে শুধু বাংলাদেশ থেকে নয় পৃথিবী থেকে শেষ করে দেয়া হবে। কিন্তু সেটা পারেনি। বরং বাংলাদেশের বারোটা পর্যন্ত বাজিয়ে দিয়েছে তারা।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের আয়োজনে এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মেহেরপুর জেলা জাময়াতের আমির মাওঃ তাজউদ্দীন খান।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলে বক্তব্য দিয়েছে। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের কারণে এ জাতি দুঃশাসনে পড়েছে।

গত ১৭ বছর তারা ক্ষমতায় থেকে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ। বাংলাদেশের জনবল হিসেবে প্রতিটা মানুষের মাথায় ১ লাখ টাকা করে ঋণের বোঝা পড়ছে। বর্তমানে যে শিশু জন্মগ্রহণ করছে সেই শিশু এক লাখ টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আসছে।

তিনি বারবার বক্তব্য দিতেন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসাবে পরিণত করবে। কিন্তু তিনি করতে পারেন নি। কারণ সোনার বাংলা গড়ার টাকা দিয়ে তাদের নেতাকর্মীরা বড় বড় বিল্ডিং বানিয়েছে, বিদেশে ব্যবসা তৈরি করেছে। তাই বক্তব্য দিয়ে কোনদিন দেশের পরিবর্তন আনা যাবে

না, এমনকি সোনার বাংলাও করা যাবে না। সোনার বাংলা গড়তে হলে আগে সোনার মানুষ বানাতে হবে। আমরা চাই আগামী দিনে কল্যাণ রাষ্ট্র পরিণত করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

কর্মী সভায় দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের আমির মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির মাওঃ খানজাহান আলী, উপজেলা কর্ম পরিষদের সদস্য হাফেজ মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হালিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সাধারন সম্পাদক আবুল বাশার, জেলা কর্ম পরিষদের সদস্য জারজিস হুসাইন, উপজেলা কর্ম পরিষদের সদস্য মোশাররফ হোসেন, আমীর হোসেন, ফজলুল হক গাজী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন,ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আমরা ক্ষমতায় গেলে কাউকে বেকার থাকতে দেবনা- জামায়াতের আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান

শিক্ষিত হয়ে কোন যুবককে আত্মহত্যা করতে হবেনা প্রতিটি মানুষের জন্য কর্মস্থান সৃষ্টি করা হবে। আমরা ক্ষমতায় গেলে কাউকে বেকার থাকতে দেবনা প্রতিটি যুবকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিনত করা হবে। ঝিনাইদহের জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সভায় এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন বিগত জালিম সরকারের সময় যারা সিন্ডিকেট করেছিলো তারা এখনও এসব করছে এ সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয়নি। তাই এ সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে। আর তারা জাতির ঘাড়ে এখনও বসে আছে। এই সিন্ডিকেট না ভাঙলে দেশের মানুষ আরও নির্যাতিত হবে। তাই সিন্ডিকেট ভেঙে বৈষম্যহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) বিকালে ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাই স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন, ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি বিগত সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের কথা তুলে ধরে বলেন, সকলকে দেশে ফিরিয়ে এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী দিনে জামায়াত রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে নারীদের সবোর্চ্চ সম্মানের সাথে সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে বলেও আশ্বাস দেন।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে নারী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো নাগরিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। যেখানে সবাই মিলেমিশে সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিংসামুক্ত সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন, যারা একদিন গর্বকরে বলতেন এ দেশে জালিম কাউকে থাকতে দেওয়া হবেনা। দেশ থেকে জালিমদের বিতাড়িত করতে হবে। অথচ আজ তারা নিজেরাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বিদেশে বন্ধু থাকবে কিন্তু কোনো প্রভুত্ববাদ মেনে নেওয়া হবে না। কেউ যদি প্রভুত্ব করতে আসে তাহলে জাতি তাদের উচিত জবাব দেবে।

জামায়াতের আমীর আরও বলেন, এমন একটি সমাজ গড়া হবে যেখানে আদালত প্রাঙ্গণে কোনো বিচারপ্রার্থীকে হয়রানির শিকার হতে হবে না। বিচারক দুর্নীতিমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের আইন ও বিবেক দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবে।
জামায়াতের এ শীর্ষ নেতা বলেন, বিগত সাড়ে ১৫ বছরে দেশের মানুষ স্বৈরাচার সরকার দ্বারা নির্যাতিত। তবে দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে নির্যাতিত ও মজলুমের দল। এই দলের নেতাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিচারের নামে জুলুম করে গুম, খুন করা হয়েছে। বিগত সরকার জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে নানা পাঁয়তারা করেছে।

তিনি আরও বলেন, তারা গণআন্দোলনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রতীক কেড়ে নেয়। তবে জামায়াতে ইসলামী প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তবে দেশপ্রেমী এবং আলেম-ওলামাদের যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার করতে হবে।

অন্তরর্বতীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ডাঃ শফিকুর রহমান বলেন, স্বৈরাচার সরকারের কোনো দোসর যেন রাষ্ট্রের কোনো

স্তরে না থাকে। তারা থাকলে এই দেশ ও সরকারকে ব্যর্থ করে দিবে। জনগণের বিপ্লবকে ব্যর্থ করে ছাত্র-জনতার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটাবে।

কর্মী সম্মেলনে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির আলী আজম মোঃ আবু বকর এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক প্রচার ও মিডিয়া বিভাগ মোঃ আবদুল হাই'র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোঃ মোবারক হুসাইন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাও: আজিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় ইউনট সদস্য ড. মাও: মোজামম্মেল হক, জেলা সহকারী সেক্রেটারী মাও: আব্দুল হাই, আব্দুল আলীম, আবু তালিব, ড. হাবিবুর রহমান, ইবি ছাত্র শিবিরের সভাপতি এইচ এম আবু মুসা, জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি মনিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

দর্শনায় শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমিক সমাবেশে জেলা আমীর রুহুল আমিন

দর্শনায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের দর্শনা শাখার উদ্যোগে শ্রমিক অধিকার ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩ টায় দর্শনা রেল বাজার মুক্তমঞ্চে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ শ্রমনীতি সমাবেশে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের দর্শনা থানা শাখার সভাপতি বিল্লাল হুসাইনের সভাপতিত্বে এ শ্রমিকনীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মজলিসের সুরা সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আমীর মোঃ রুহুল আমীন।

এ সময় তিনি বলেন, ইসলামী আইনে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ফিরিয়ে

আনবো। যারা দিনরাত পরিশ্রম করে ন্যায্য মূল্য পায়না তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।আমাদের বাংলাদেশ কৃষি দেশ আমাদের পা ফটা মানুষের কথা চিন্তা করে শ্রমিকদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই। বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী পা ফাটা শ্রমিকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা ১৭ বছর কথা বলতে পারেনী জেল জুলুম খেটেই আমাদের দিন গিয়েছে।তাই সারাবাংলাদেশে জামাত ইসলামী শ্রমজীবী ফেডারেশন তৈরি করে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই।

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার জেলা সভাপতি ইসরাইল হোসাইন, জেলা শাখার সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নায়েবী আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান , দর্শনা থানা আমির রেজাউল করিম, জেলা অর্থ সেক্রেটারি আব্দুস সালাম,মাওলানা আবু জার গিফারী প্রমুখ।

এ সমাবেশে প্রায় দুই হাজার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন,সাবেক শিবির নেতা তানজিল হোসেন।